দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 19 AUG 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

# জাতীয় শিক্ষানীতি ॥ খসড়া রিপোর্ট নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার মহান লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া রিপোর্ট নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলছে। চূড়ান্ত শিক্ষানীতি প্রণয়নের এখনও অনেক কাজ বাকি। বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক আলোচনা ও যুক্তিতর্কের পর রিপোর্টটি চূড়ান্ত হবার দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হবে। রিপোর্টটি বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায় আর্থিক বিষয় পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়নসহ সেগুলো সংযোজন বা সংশোধনের জন্য সরকারও একটি কমিটি গঠন করেছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়ন হলে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসবে।

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ২০১০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আট বছর করার সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি থাকবে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। দেশের প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হবে। শিক্ষার বিষয় হবে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান। এছাড়া থাকবে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সঙ্গীত প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী ভাষা এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। কমিটি মনে করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু করা যেতে পারে। পঞ্চম শ্রেণী শেষে বৃত্তি পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর হবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী। মাধ্যমিক শিক্ষায় সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্তর থাকবে। বর্তমানে দেশের উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম-দশম শ্রেণী খোলার সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটি মনে করে ক্যাডেট কলেজগুলোতে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে এবং ক্যাডেট কলেজের ব্যয় নির্বাহ হবে সামরিক বাজেট বরাদ্দ থেকে।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস করে ইবতেদিয়া আট বছর, দাখিল দুই বছর, আলিম দুই বছর, ফাজিল ৩/৪ বছর এবং কামিল ২/১ বছর মেয়াদী করার সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশে মাসাদ্রা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরও যুগোপযোগী করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত করার পর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে প্রদান করা হবে উচ্চ শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছরের সমন্বিত ডিগ্রী কোর্স ও এক বছরের মাষ্টার্স কোর্স পড়ানো হবে। অন্যদিকে সাধারণ কলেজগুলোতে তিন বছরের সমন্বিত ডিগ্রী কোর্স পড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। যেসব কলেজে চার বছরের ডিগ্রী কোর্স ও এক বা দুই বছরের মাষ্টার্স কোর্স পড়ানো হবে সেসব কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বলা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো হবে জেলা সদরে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ এমফিল কোর্স হবে দু'বছরের। তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে পিএইচডি কোর্স শেষ করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি আগামী দু'হাজার সাল নাগাদ শিক্ষা খাতে জাতীয় আয়ের শতকরা পাঁচভাগ বরাদ্দের সুপারিশ করেছে। আগামী ২০১০ সাল নাগাদ শিক্ষা খাতে এই বরাদ্দ শতকরা সাত ভাগে উন্নীত করার সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটি মনে করে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের এ হার বাড়ালে শিক্ষাকে সর্বজনীন পর্যায়ে নেয়া সম্ভব হবে।

জানা যায়, বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে জাতীয় আয়ের শতকরা ২ দশমিক ৩ ভাগ বরাদ্দ করা হয়। ১৯৭২-৭৩ সালে এ বরাদ্দের হার ছিল ১ দশমিক ৮ ভাগ। শিক্ষাখাতে বরাদ্দের হার কিছুটা বাড়লেও তা পর্যাপ্ত নয় বলে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি মনে করে।

প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। ভারতে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের হার শতকরা ৩ দশমিক ৭ ভাগ। শ্রীলঙ্কায় বরাদ্দের হার শতকরা ৩ দশমিক ৩৫ ভাগ। পাকিস্তান ও নেপালে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের হার শতকরা ২ দশমিক ৭ ভাগ ও ২ দশমিক ৯ ভাগ। আর বাংলাদেশে এই হার শতকরা ২ দশমিক ৩ ভাগ।

জানা যায়, ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের সুপারিশ করেছিল। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি এ সুপারিশ বহাল রেখেছে। কমিটি মনে করে প্রতিবছর বরাদ্দের পরিমাণ শতকরা একভাগ বাড়ানো যেতে পারে।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সুপারিশ করেছে বিত্তবানদের আয়ের ওপর শিক্ষা কর প্রবর্তনের। এই কর ইউনিয়ন পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ে ও পৌর এলাকায় স্থানীয় সরকার আদায় করতে পারে এবং তা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা সম্ভব। ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমেও শিক্ষা খাতের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। বেতন বৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দরকার বলে কমিটি মনে করে। বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষা ঋণ ও বৃত্তি যুক্তিযুক্ত মাত্রায় প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে।